ঝরে পড়া শিশু

দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পযর্ন্ত ৬+থেকে ১০ + বয়সী সব ধরণের শিশুদের ভর্তি করা হয়। এই সব শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। কিন্তু সকল শিশুই পঞ্চশ শ্রেণি পর্যন্ত তাদের শিক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারে না। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণি থেকে হারিয়ে যায়। এই হারিয়ে যাওয়া শিশুদেরকেই ঝরে পড়া বলে, বিভিন্ন কারণে শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। বিদ্যালয় থেকে যে সকল কারণে শিশুরা ঝরে পড়ে তা নিম্নরূপ:

১. **দরিদ্রতা**: বাংলাদেশের অনেক পরিবার আছে যারা দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়াসহ শিশুদের অন্যান্য খরচও তারা বহন করতে পারেনা।
২. **অসচেতনতা:** শিক্ষার গুরুত্ব, সৌন্দর্য এবং এর উপকারিতা বোঝে না এমন পরিবার।
৩. **শিশুশ্রম:** আর্থিক দৈন্যতার কারণে অনেক পরিবার শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে তাদেরকে শিশু শ্রমে নিয়োজিত করে।
৪. **পৈতৃক পেশা:** অনেক পরিবার তাদের শিশুদের পৈতৃক পেশায় নিয়োজিত করে বা মনোবৃত্তি পোষণ করে।
৫. **অভিভাবকহীন, এতিম, পথ শিশু**: এরা সাধারণত লেখা পাড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।
৬. গৃহহীন, ভাসমান, নিম্ন পেশা, বস্তিবাসী এবং যোগাযোগ বঞ্চিত শিশু।
৭. প্রতিবন্ধী শিশু।

এছাড়া আরো বিছিন্ন কিছু কারণে কিছু সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা হলেও শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করতে পারে না।

ঝরে পড়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ

১. ঝরে পড়ার কারণে শিক্ষার হার শতভাগ অর্জিত হয় না।
২. শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শিশুরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারে না। দেশ ও জাতির জন্য তারা ভালো কোন অবদান রাখতে পারে না।
৩. অনেক ক্ষেত্রেই তারা বিভিন্ন অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং সমাজকে কলুষিত করে থাকে।
৪. অনেক ক্ষেত্রে তারা চুরি ছিনতাই, মাদক-সেবন ও মাদক ব্যবসা প্রভৃতি খারাপ কাজে জড়িত থাকে।
৫. জাতীয় জীবনে এর খারাপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঝরে পড়া রোধে আমাদের কারণীয়

১. **নিয়মিত হোমভিজিট:** বিদ্যালয় এলাকার যে সকল শিশু ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও ঝরে পড়ে তাদের সনাক্ত করে বাড়ী বা হোমভিজিট করার কোন বিকল্প নেই। হোমভিজিটের মাধ্যমে তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা বা ধরে রাখার গুরুত্ব অপরিসীম।

২. **উঠান বৈঠক:** ঝরে পড়া প্রবন এলাকা চিহ্নিত করে সে সকল পাড়া বা মহল্লায় গিয়ে শিশুদের অভিভাবক/মায়েদের নিয়ে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে এবং ঝরে পড়া বা অশিক্ষার কুফল নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।

৩. **গণযোগাযোগ বা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ:** ঝরে পড়া রোধে এটি সহজ ও আধুনিক কার্যকরী পদ্ধতি।

৪. **মা সমাবেশ:** শিশুর মায়েদের সচেতন করা, উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মা সমাবেশের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে অধিকাংশ মায়েদের এক স্থানে উপস্থিত করে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে মায়েদেরকে উদ্বুদ্ধ/সচেতন করা যায়।

৫. **বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার:** ঝরে পড়া রোধে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন নোটিশ, মাইকিং, পত্র/পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. **বিদ্যালয় আকর্ষণীয়করণ ও আনান্দময় পরিবেশ সৃষ্টি:** বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বর্ধন, ফুলের বাগান সৃষ্টি, সৃজনশীল কাজ বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড দ্বারা বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তি ও উপস্থিতি বৃদ্ধি, ধরে রাখা সহজ এবং ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হয়।

স্বা:
মোঃ সাইদুল ইসলাম
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
রাজশাহী।
ফোন নম্বর-০২৫৮৮৮৫২১৮৭
Email: dpeorajsh@gmail.com